প্রেমের বলিদান

রঞ্জন ঘোষাল

প্রেমের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে গেল আর একটি তরুণ তাজা প্রাণ। কাগজে খবর হল না। টিভি চ্যানেল থেকে কেউ এল না খোঁজখবর করতে। এমনই নিঃশব্দ ছিল সেই বলিদান। অজামিল লিখে রেখে গেছে - আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বরং আমার মৃত্যু ঘটেছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণে। টার্মিনাল কার্সিনোমা। দুরারোগ্য ক্যান্সার। ডাক্তারের সার্টিফিকেট এর সঙ্গে যুক্ত করা রইল। আর একটি চিঠিতে সে অরুণিমায় বাবাকে লিখেছে, মেসোমশাই, আপনি যার সঙ্গে খুশি মেয়ের বিয়ে দিন। কোনো বাধা বইল না। শুধু এইটুকু খেয়াল রাখবেন, আপনার মেয়ে সাড়ে পাঁচমাসের গর্ভবতী। সে স্বভাবতঃ পৃথুলা বলে ধরা মুশকিল। ওকে শিমূলতলা বা ওরকম কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রসব করিয়ে আনাই বিবেচনার কাজ হবে। এই স্টেজে গর্ভপাতের চেষ্টা করলে তা অরুণিমর পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। জনকের কথাই যখন উঠল, জানিয়ে রাখি, অনাগতা দুর্ভাগ্য কন্যার জনক আমিই। শিমূলতলায় যখন যাচ্ছেনই, ওখানে একটি ভালো ব্যাপটিস্ট মিশন আছে। সেখানকার সদাশয় ফাদারের হাতে সদ্যভূমিষ্ঠকে সঁপে দিয়ে আপনারা চলে আসতে পারেন। কাকেপক্ষীতেও টের পাবে না। আর অনাথার যথাযোগ্য ব্যবস্থা উনি -ই করবেন। অরুণিমাকে আর আলাদা করে কিছু লিখলাম না। কারণ সে তো এইটাই চেয়েছিল। গত দু-মাস ধরে আমাকে বলে এসেছে, তুমি এখনো আত্মহত্যা করছ না কেন? কেন সব তাতেই তোমার এত গড়িমসি। মেট্রো রেল আছে, টাটা স্টীলের বিল্‌ডিং আছে। আর বলেছে তবে বাপু ঘুমের ওষু খেও না। সব জালি মাল। স্টমাক ওয়াশের পর মানুষে আবার যে কে সেই। আমাকে সে অনেক বুঝিয়েছে। আমি গতেষু হলে ওর কী সুবিধে হয় সেটা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু মানুষকে ভগবান যেমন প্রাণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন বাঁচবার স্বভাবজ ইচ্ছা। সার্ভাইভাল ইনস্‌টিঙ্কট। তাই ডিসিশনটি নিয়ে ফেলার পরেও এতটা দেরি হয়ে গেল। আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন।

পুনশ্চ ঃ ডাক্তারের সার্টিফিকেটটি জাল। বডি যাতে বেশি কাটাছেঁড়া না হয়, তাই ওটুকু যোগ করেছি। মাসিমা ও আপনি আমার প্রণাম নেবেন। ইতি দূরের যাত্রী — অজামিল।

এই অবধি বুঝতে খুব একটা অসুবিধে ছিল না। অজামিলের বাড়ির কেউ বা পুলিশে দ্বিতীয় চিঠিটির কথা জানতে পারে নি। অরুণিমা ও অজামিলের ঘনিষ্ঠতার কথা সবারই জানা ছিল বলে অরুণিমাকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু এটা যেহেতু আত্মহত্যারই ঘটনা, তাই অরুণিমার বাবার পক্ষে মেয়েকে নিয়ে শহর থেকে চলে যাওয়ার বিষয়ে কারোরই কোনো ভ্রূ-উত্তোলনের কারণ ঘটল না। যাবেই তো। এত বড় একটা শক্ যখন পেয়েছে মেয়েটা।

সমস্যাটা সেখানে নয়

অজামিলের বাড়ি থেকে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব লেগেই রইল। ওঁরা বলেছিলেন, এটাকে ঠিক আত্মহত্যা বলে ধরে নেওয়াটা কি ঠিক হবে? থানার ওসি ওঁদের এই খুঁতখুঁতুনির কারণটা ঠিক ধরতে পারছিলেন না। বললেন 'ব্যাপারখানা কী বলুন তো আপনাদের? দেখছেন ছেড়ে গেছে সুইসাইড নোট। এটা যে আপনাদের ছেলের নিজের হাতের লেখা সেটা কি অস্বীকার করতে পারেন?'

ওঁরা মাথা নাড়ালেন।

'আত্মহত্যার কারণও তো স্পষ্ট। হি ওয়জ টার্মিনালি ইল্। বেঁচে থেকে কষ্টভোগ সে করতে চায় নি। তাই নিজের প্রাণ হরণ করেছে। এইটুকু জেনেই খুশি থাকুন।'

'কিন্তু পোস্ট-মর্টে'ম হল না, কিছু না—' অজামিলের বাড়ির লোকেদের গলায় তখনও কিন্তু কিন্তু ভাব।

ওসি হা হা করে হেসে উঠলেন। 'এই সব কেসে বাড়ির লোকেরা চায় কাটাছেঁড়া না হোক। আর আপনারা দেখি উলটো কথা বলছেন। যান যান, বাড়ি যান। পারলৌকিক কাজকর্মগুলো সেরে ফেলুন। অপঘাতের কাজ তিনদিনে।'

অজমিলের বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বডির খোঁজ পাওয়া গেল না। অথচ বলছেন আপনি ডেড শিয়োর অজামিল ইজ নো মোর।' ওসি এবার স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন। 'বিশ্বসুদ্ধ লোক দেখল আপনাদের ছেলেকে মারা যেতে, আর আপনারা এখনো বডি বডি করে হা-হুতাশ করছেন। একটা তুচ্ছ বডির জন্য আমরা তো আর ড্রেজার ফ্রেজার ডিপ্লয় করতে পারি না। হাওড়া ব্রিজ থেকে আপনাদের ছেলে লাফিয়েছে। ব্রিজের ওপরে তার মোটরবাইকের ইঞ্জিন রানিং কন্ডিশনে পাওয়া গেছে।'

অজামিলের বাবা অম্বরীশ আর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন।

—ওর নামে যে কেসগুলো ঝুলছিল গত দু-বছর ধরে, সেই যে পলিটিকাল খুনের খান তিনেক মামলা, তীর কী হবে?

—কী আবার হবে? এতদিন জামিনে খালাস ছিল, এখন তো বেকসুর খালাস মশাই। মৃত ব্যক্তির নামে কেস চলে না। অটোম্যাটিকালি মামলা খারিজ হয়ে যায়।

যেতে গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়ান অম্বরীশবাবু। 'ও যে ডুবেই মরেছে এ বিষয়ে আপনারা এতটা শিয়োর হচ্ছেন কি করে? ডাস্ট বিকজ ও সাঁতার জানতো না?

এসি এবার ঠান্ডা গলায় থেমে থেমে বললেন, 'ডুবে মরে নি তো। সাঁতার ও ভালোই জানত। শিখেছে গোসাবায় থাকতে। সেখানে শেলটার নিয়েছিল গত বছর। ডুবে মরবে কেন? আপনার ছেলে মরেছে পুলিশের গুলিতে। পরশুদিন। ছোটগানপুরের শিমূলতলায় একটি ব্যাপ্‌টিস্ট চার্চে নকল দাড়ি লাগিয়ে পাদ্‌রি সেজে বসেছিল। পুলিশ দেখেই ও বুঝে গিস্‌ল ওর খেল খতম। পালাতে যায়। পুলিশের দিকে রিভলভার তাক্ করে। ঝাড়খণ্ডের পুলিশ নকশালদের হাতে প্রচুর ঝাড় খেয়ে এখন মরীয়া। ওদের সঙ্গে ডাইরেক্ট এনকাউন্টার হয় অজামিলের। যাক, সে সব ডিটেইল্‌স আপনাদের ভালোও লাগবে না। বডি ঝাড়খণ্ডের হাতে।'

অম্বরীশ দারুণ শকে কাঁপতে থাকেন। সেই অবস্থাতেই তাঁর বাড়ির লোকজন ওঁকে ফিরিয়ে আনে।

ফিরেই অবশ্য অন্য মূর্তি অম্বরীশের। মোবাইলেই ধরলেন বেয়াই-মশাই, অরুণিমার বাবাকে।

'গিরিধাররীবাবু, আজ-ওরু তাহেলে দুবাইয়ে ফ্লাইটে ঠিকঠাকমত উঠতে পেরেছে? পুরো প্ল্যান ঠিক ঠিক কাজ করে গেছে। শিমূলতলায় বিষয়ে লেখা চিঠিটা আপনি ঠিক সময়েই লীক করেছেন। পুলিশে টোপটা গিলেছে।' অরুণিমার বাবা সতর্ক গলায় বললেন, 'অম্বরীশবাবু, এ সব কথা ফোনে একদম নয়। সব ভালো যার শেষ ভালো। আচ্ছা, শিমূলতলায় ওই ইয়াং পাদ্রিটা কে বলুন তো? আমরা চিনি?'

—নাঃ।

কেউ জানল না, কে সেই যাজক-সাজা যুবকটি। কোন পার্টির ছেলে সে? কোন অপরাধে শিমূলতলায় পালিয়েছিল।

অজানা অচেনা একটি তরুণ, তাজা প্রাণ, অজামিল আর অরুণিমার প্রেমের গোঁজামিলে নিঃশব্দে বলি হয়ে গেল।